

## পদ-প্রকরণ

### পাঠ ১

#### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. পদ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
২. পদের প্রকারভেদ ও নাম লিখতে পারবেন।
৩. বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের নাম পদ।

কেবল শব্দ ও ধাতু ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে বিভক্তির যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, বাক্যে অর্থাৎ ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহারের একটি নির্দিষ্টস্থান আছে। কথায় যেখানে যে শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন সেখানে সে শব্দের ব্যবহার না হলে কথার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। যেমন-

“মানুষ বাঘ মারে”।

এই বাক্যটি মানুষ শব্দ প্রথম, বাঘ শব্দ দ্বিতীয় এবং মারে শব্দ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। এর প্রথম দুটি শব্দের স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যটি দাঁড়ায়- বাঘ “মানুষ মারে”। (Tigers kill man)), এতে বক্তার বক্তব্য একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। কাজেই, বাক্যের শব্দ বসানোর স্থান নির্ণয় করার জন্য শব্দের সঙ্গে কতগুলো চিহ্ন বা বিভক্তি (যেমন - শব্দ বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি) যোগ করতে হয়। বাক্যে ব্যবহৃত এরকম অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত (অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত) শব্দের নাম পদ।

#### পদ-বিভাগ

বাংলা ভাষায় তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি যত প্রকারের শব্দ আছে, সেগুলোকে মোট দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

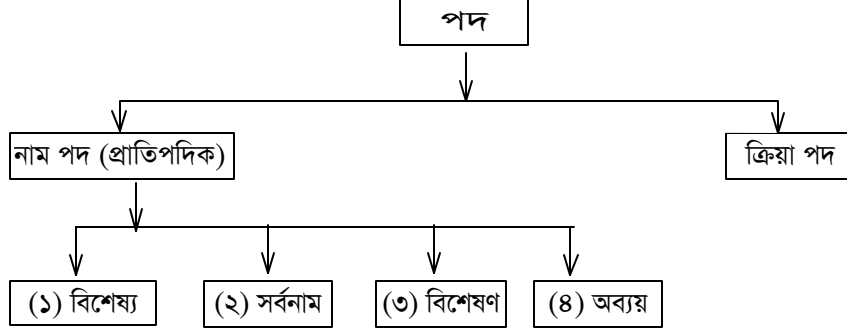
ক. নাম-পদ বা প্রাতিপদিক

খ. ক্রিয়া পদ

প্রাতিপাদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে নামপদ গঠিত হয়। এই নাম বিভক্তির নাম কারক-বিভক্তি।

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ গঠিত হয়। প্রাতিপদিক বা নাম-পদগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ এবং অব্যয়।

চিত্রের সাহায্যে পদবিভাগ এভাবে দেখানো যায় :-



### বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য

শব্দ বিভক্তি সাধারণত, বাক্যে শব্দ বসাবার স্থান নির্দেশ করে, শব্দ যথাস্থান থেকে সরে গেলে অর্থের দিক থেকে অনর্থ ঘটে। আবার এমনও দেখা যায় স্থান ঠিক আছে অথচ বিভক্তি নেই। এ যেন সভায় বসবার জায়গা আছে নির্দিষ্ট কিন্তু বসার জন্য কোন আসন দেখা যায় না। এ অবস্থায় অগত্যা মাটিতে বসতে বাধ্য হবার মতই শব্দ বিনা বিভক্তিতে ঠিক স্থানেই বসে। অতএব বাংলা পদের এই অবস্থাকে শূন্য বিভক্তি বললে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে শূন্য বিভক্তি দ্বারা এই বোঝানো হয় যে, শব্দের বসবার ক্রম ঠিক আছে, কিন্তু বিভক্তি শূন্য অবস্থায়। বাংলা ক্রিয়া পদেও বিভক্তি হয়। এটাই বাংলা পদের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। অনুষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর মূল রূপটি ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- তুই আজ যা, কাল আসিস। “তুই গরুর মতো খা আর কুকুরের মতো মর।”

### বাংলা পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পদের প্রকারভেদ পাঁচ রকম হয়ে থাকে। যেমন -

- ক) বিশেষ্য,
- খ) সর্বনাম
- গ) বিশেষণ
- ঘ) অব্যয়
- ঙ) ক্রিয়া



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ক. নৈবিক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পদ বলতে বোঝায়-

ক. বিভক্তিযুক্ত শব্দের পদ।

খ. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে গঠিত পদ।

গ. বাক্যে ব্যবহৃত যে কোনো শব্দ পদ।

ঘ. বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত শব্দের নাম পদ।

২। পদ কয় প্রকার-

ক. পাঁচ প্রকার

খ. দুই প্রকার

গ. তিন প্রকার

ঘ. চার প্রকার

৩। প্রাতিপদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়-

ক. ক্রিয়া বিভক্তি

খ. কারক বিভক্তি

গ. নামপদ

ঘ. বিশেষণ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাক্যে ব্যবহৃত ----- চিহ্নযুক্ত বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের নাম ----- ।

২। ধাতুর সঙ্গে ----- যুক্ত হয়ে ----- গঠিত হয়।

৩। প্রাতিপদিক বা ----- গুলোকে ----- ভাগ করা যায়।

৪। বিশেষ্য ----- বিশেষণ এবং ----- ।

৫। বাংলা পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ----- প্রকারভেদ ----- ।

সংজ্ঞা লিখুন : পদ, প্রাতিপাদিক পদ, ক্রিয়া পদ।

### উত্তর

১। ঘ, ২। খ, ৩। গ

শূন্যস্থান :

১। অবস্থান, পরিচায়ক পদ ২। ক্রিয়াবিভক্তি, ক্রিয়া পদ, ৩। নামপদ, চার ভাগে ৪। সর্বনাম, অব্যয়

৫। পদের, পাঁচ রকম

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন ও নির্দেশ মতো কাজ করুন।

## পাঠ ২

### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ১। বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ২। উদাহরণসহ সর্বনাম পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ৩। বিশেষণ পদ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
- ৪। অব্যয় পদ কি তা লিখতে পারবেন।
- ৫। ক্রিয়া পদের সংজ্ঞা এবং সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য লিখতে পারবেন।

### ক. বিশেষ্য পদ

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যক্তি, বস্তু, গুণ, স্থান, কাল, ভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতির নামকে বিশেষ্য পদ বা নাম-পদ বলে।

বিশেষ্য পদ পাঁচ প্রকার

১. সংজ্ঞাবাচক : পাঞ্জাব, পদ্মা, হিমালয় ইত্যাদি।
২. বস্তুবাচক : পানি, বাতাস, লবণ, চিনি, কাপড় ইত্যাদি।
৩. জাতিবাচক : পর্বত, নদী, মানুষ, মুসলিম, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
৪. গুণবাচক : দয়া, শৌর্য, মাধুর্য, দৃঢ়তা, দারিদ্র্য ইত্যাদি।
৫. ক্রিয়াবাচক : শোয়া, বসা, চলা, ধ্যান, দর্শন, শ্রবণ।

প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সময়বাচক এবং গণ বৃন্দ শ্রেণী প্রভৃতি নাম সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। এরা জাতিবাচকেরই অন্তর্গত। অনেকে আবার পৃথকভাবে নির্দেশ করে থাকেন।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয় :

১. ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বিশেষ অর্থে জাতিবাচক হয়ে বসে। যথা - গৃহে গৃহে বিভীষণ।
২. বস্তুবাচক বিশেষ্য গুণবাচক হয়ে বসে। যথা- মুখে মধু, অন্তরে বিষ।
৩. কখনো কখনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বস্তুবাচকে পরিণত হয়। যথা-  
আমার পাওনা আদায় কর। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলো ভাবগম্ভীর।

### খ. সর্বনাম পদ

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম পদের প্রকারভেদে বিভিন্নভাবে হতে পারে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : সে, কে, যে, যিনি, আপনি, উনি, ইনি, তুমি, আমি প্রভৃতি। যেমন- তুমি কোথায় যাও, সে ঢাকা যাবে।

- ২। প্রশ্নবাচক সর্বনাম : কে, কি, কোন্ প্রভৃতি। যেমন- কে কে এসেছে? আমাকে কি বলতে চাও?
- ৩। নির্দেশক সর্বনাম : এটা, ওটা, তা, এই, ওই প্রভৃতি। যেমন- ওটা তুমি নাও, আমি এটা নেব।
- ৪। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : যে, যিনি, যা, তা, যারা, তারা প্রভৃতি। যেমন- যে সকলের আগে পৌঁছতে পারবে - সেই জিতবে। যাদের অপমান করেছে, তাদের কাছে ক্ষমা চাও।
- ৫। পরিমাণবাচক সর্বনাম : যত, তত, কত, এত প্রভৃতি। যেমন- যত বেশি কিনবে তত লাভ হবে।
- ৬। আত্মবাচক সর্বনাম : স্ব, নিজে, আপনি প্রভৃতি। যেমন- সে স্বগৃহে আসবে। তার নিজের মত আমার মতের বিপরীত।  
সর্বনাম ‘তুমি’ পদ সম্ভারার্থে ‘আপনি’ ও তুচ্ছার্থে ‘তুই’ হয়ে থাকে।
- ৭। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত সর্বনাম : যে, যেই, সে, সেই, এ এই, কত, যত, তত, এত প্রভৃতি সর্বনাম বাংলায় বিশেষণরূপে বহু ব্যবহৃত, যেমন- যে-জন, সেই লোক, এতদিন, ততকাল, কতজন, এইলোক, ঐ ব্যক্তি।
- ৮। দ্বিরুক্ত সর্বনাম : পরস্পর (পর+পর), অপরাপর (অপর+অপর), অন্যান্য (অন্য+অন্য)। তারা পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

## গ. বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্যের দোষ গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি বোঝায়, সেই পদকে বিশেষণ পদ বলে।  
যেমন-

- (১) আরিফ সাহেব সুখী ব্যক্তি - ব্যক্তির গুণ।
- (২) পাকা আম খেতে মিষ্টি - আমের অবস্থা।
- (৩) আলম বিশাল সম্পত্তির অধিকারী - সম্পত্তির পরিমাণ।

বিশেষণ পদের প্রকারভেদ, যেমন-

### ১। বিধেয় বিশেষণ

বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে থাকে। যেমন- লোকটি সুস্থ, তার মন খারাপ। আকবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। অনেক সময় বিধেয় পদ বিশেষ্যও হতে পারে। যেমন- সন্তোষ সুখের মূল। আলস্য দোষের নিদান। বাংলায় এগুলোকে বিধেয় পদ বলা হয়।

### ২। বিশেষণের বিশেষণ

বিশেষণের বিশেষণ বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন- সে অতি শান্ত, মেয়েটি বেশ ভালো, লোকটির মেজাজ খুব নরম, লায়লাকে অত্যন্ত শোকার্ত বলে মনে হয়।

### ৩। ক্রিয়া বিশেষণ

যে পদ ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তার নাম ক্রিয়া বিশেষণ। যেমন - আস্তে চল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হব।

অনেক সময়ে বিশেষণের ‘এ’ বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন- জোরে বায়ু বইছে।

## ঘ. অব্যয় পদ

যে পদের ক্ষয় নেই, কোনো পরিবর্তন নেই তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয়ের অনেক প্রকারভেদ আছে। যেমন-

১। **সংযোজক অব্যয়** : যে অব্যয় এক পদের বা বাক্যের সঙ্গে অন্য পদের বা বাক্যের সংযোজন করে, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। যেমন- কামাল ঘরে এলো এবং তার মা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

২। **বিয়োজক অব্যয়** : সে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের নাম বিয়োজক অব্যয়। যেমন-মীনা অথবা রিনা এখানে আসবে, আমি সেখানে যাব, নয় তো তুমি একবার এসো।

৩। **সঙ্কোচক অব্যয়** : কতগুলো অব্যয় বাক্যার্থের সঙ্কোচ বিধান করে তাদের বলা হয় সঙ্কোচক অব্যয়। যেমন- বরং অনাহারী থাকবে তথাপি ভিক্ষা করবে না, জবা ফুল দেখতে সুন্দর কিন্তু গন্ধহীন।

৪। **অনুকার অব্যয়** : যে সব অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয় অনুকার অব্যয়। এদের আরেক নাম ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন- শো শো বায়ু বইছে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান। ঝাম ঝামাম বাজিয়ে যাব মল।

৫। **প্রশ্নসূচক অব্যয়** : যেসব অব্যয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় প্রশ্নসূচক অব্যয়। যেমন- তাই নাকি? একথা সত্যি কি হে?

৬। **সম্বোধনসূচক অব্যয়** : যে সকল অব্যয় কাউকে আহ্বান করতে ব্যবহৃত হয় তাকে সম্বোধনসূচক অব্যয় বলে। যেমন- ওহে, মিলন ভালো তো? হে, মাঝি কোথায় যাও? অয়ি সুলতান, কে তোমাকে ডাকে।

৭। **আবেগসূচক অব্যয়** : যে সকল অব্যয় বিস্ময়, হর্ষ, দুঃখ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাদের আবেগসূচক অব্যয় বলা হয়। যেমন- হায়, কি অদৃষ্ট তোমার! আহা, কি সুন্দর চাঁদ আজ আকাশে! ছিঃ ছিঃ এমন কাজ কখনো করো না।

এছাড়াও অব্যয়ের আরো প্রকারভেদ রয়েছে।

### ৬. ক্রিয়া পদ

যে পদের দ্বারা খাওয়া, হওয়া, করা প্রভৃতি কাজকে বোঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

মনে রাখতে হবে- ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তির যোগে বাংলা ক্রিয়া গঠিত হয়ে থাকে। যেমন- করি (✓কর্+ই) যাইব (✓যা+ইব)।

ক্রিয়া দুই প্রকার। সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। **সমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয়, তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন- “আকলিমা বাড়ি গেল”- এই বাক্যে ‘গেল’ সমাপিকা ক্রিয়া।

### ২। অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না, বক্তার আরো বলবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- অভিক নাস্তা খেয়ে স্কুলে রওনা হল। এই বাক্যে ‘খেয়ে’ অসমাপিকা ক্রিয়া। এছাড়া কর্মভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার-

সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া।

**সকর্মক ক্রিয়া** : বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আলাল টাকা নিয়েছে। এই বাক্যে ‘নিয়েছে’ ক্রিয়াটি সকর্মক এবং এর কর্ম ‘টাকা’।

**অকর্মক ক্রিয়া** - বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আবুল শুইল - এই বাক্যে ‘শুইল’ ক্রিয়ার কর্ম নেই সুতরাং এটি অকর্মক ক্রিয়া।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

### ক. নৈবিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। কোন কিছুর নামকে বলা হয়-  
 ক. বস্তুবাচক বিশেষ্য  
 গ. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য  
 খ. জাতিবাচক বিশেষ্য  
 ঘ. বিশেষ্য
- ২। বিশেষ্য পদ কত প্রকার?  
 ক. দুই প্রকার  
 গ. পাঁচ প্রকার  
 খ. সাত প্রকার  
 ঘ. চার প্রকার
- ৩। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়-  
 ক. বিশেষণ পদ  
 গ. বিশেষণের বিশেষণ  
 খ. সর্বনাম পদ  
 ঘ. অব্যয় পদ
- ৪। ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগে গঠিত হয়-  
 ক. ক্রিয়া বিভক্তি  
 গ. ক্রিয়া পদ  
 খ. বিশেষণ পদ  
 ঘ. বাংলা ক্রিয়া পদ
- ৫। যে সকল অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয়-  
 ক. অনুকারক অব্যয়  
 গ. সঙ্কেচক অব্যয়  
 খ. সংযোজক অব্যয়  
 ঘ. প্রশ্নসূচক অব্যয়
- ৬। যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে না, তার নাম-  
 ক. অসমাপিকা ক্রিয়া  
 গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া  
 খ. অকর্মক ক্রিয়া  
 ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

### খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

- ১। পদ পাঁচ প্রকার। যথা, বিশেষ্য, বিশেষণ ----- অব্যয় ও -----।
- ২। যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের নাম .....।
- ৩। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তার নাম .....।
- ৪। যত, তত, কত, এত এইগুলো ..... সর্বনাম।

### গ. সংজ্ঞা লিখুন

সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, অব্যয় পদ, বিশেষ্য পদ।

### উত্তর লিখুন

১। গ,	২। গ,	৩। খ,	৪। গ	৫। ক	৬। খ
শূন্যস্থান :					
১। সর্বনাম, ক্রিয়া	২। বিয়োজক অব্যয়	৩। সমাপিকা ক্রিয়া	৪। পরিমাণ বাচক		

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

### পাঠ ৩

#### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- \* ক্রিয়ার কাল কাকে বলে জানতে পারবেন।
- \* ক্রিয়ার পুরুষ কাকে বলে তার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- \* বিভিন্ন কালের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- \* কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা করতে পারবেন।

**কাল :** কাল বলতে ক্রিয়ার সময়কে বোঝায়। ক্রিয়া অর্থ ‘কাজ’। অর্থাৎ যে সময়ে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। এই ‘কাল’ শব্দের দ্বারা কোনো বিশেষ তারিখ বা নির্দিষ্ট সময় বোঝায় না। বক্তা যে মুহূর্তে বাক্য উচ্চারণ করে, সে মুহূর্তের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ক্রিয়ার কাল স্থির করা হয়।

যে সময়ে কোন কাজ সম্পাদিত হয় - সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।

বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কাল তিন প্রকার। যেমন -

ক. বর্তমান (Present)

খ. অতীত (Past)

গ. ভবিষ্যৎ (Future)

ছকের মাধ্যমে উদাহরণসহ বিভিন্ন কালের প্রকারভেদ দেখানো হলো

কাল	প্রকারভেদ	উদাহরণ
ক. বর্তমান	১। নিত্যবৃত্ত বর্তমান	করে
	২। ঘটমান বর্তমান	করছে
	৩। পুরাঘটিত বর্তমান	করেছে
	৪। বর্তমান অনুজ্ঞা	কর
খ. অতীত	১। সাধারণ অতীত	করলো
	২। নিত্যবৃত্ত অতীত	করতো
	৩। ঘটমান অতীত	করছিল
	৪। পুরাঘটিত অতীত	করেছিল
গ. ভবিষ্যৎ	১। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করবে
	২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করো



	৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ	করতে
	৪। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	করে

### ক্রিয়ার কালের ব্যবহার বা প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার যেমন সাধারণভাবে হয়ে থাকে তেমনি বিশিষ্টভাবেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। ক্রিয়ার কালের এই বিশিষ্ট ব্যবহার ভাষার বাগধারা সম্মত বলে কিছুটা জটিল। এক্ষেত্রে কালের বিশিষ্ট ব্যবহার উদাহরণসহ আলোচিত হলো।

### ক. বর্তমান কাল

১। নিত্য বৃত্ত বর্তমান : যে ক্রিয়া সকল সময় স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নিত্য বৃত্ত বর্তমান কাল। যেমন- আমি ভাত খাই। তিনি সন্ধ্যায় বেড়ান। নিত্য বৃত্ত বর্তমানের বিশিষ্ট ব্যবহার :

(অ) অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় অনেকক্ষেত্রে নিত্যবৃত্ত বর্তমানকালের ব্যবহার বাংলা বাগধারা সম্মত। একে ঐতিহাসিক বর্তমানও বলা যায়। যেমন- সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাজমহল নির্মাণ করেন।

(আ) যদি, যখন, যেন, যতক্ষণ প্রভৃতি শব্দ দিয়ে রচিত বাক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘অতীত’ ও ‘ভবিষ্যৎ’ কাল বোঝাতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা রচিত বাক্যে তা অতীত বা ভবিষ্যৎকাল হয়। যেমন- তিনি যদি আসেন, তবে কি হবে? যখন শিক্ষক আসেন, তখন ছাত্রদের সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ কাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ থাকব। দোয়া করবেন, যেন পরীক্ষায় পাস করি।

(ই) প্রস্তাব বা অনুমতি প্রার্থনা বোঝাতে অব্যবহিত ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল হয়। যেমন- আজ ঈদ, আসুন কোলাকুলি করি। অনেক সময় কাটল, এখন তবে আসি।

২। ঘটমান বর্তমান : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনো চলছে, সেইকাজ বোঝাতে ঘটমান বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- অভিক অংক কষছে, তুষি গান গাচ্ছে, তিনি ভ্রমণ করছেন।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :

(অ) বর্ণনার বিষয়বস্তুকে শ্রোতার কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে প্রকাশের জন্য অনেক সময় অতীতকালের ক্রিয়ার পর ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়; যেমন- বিরোধী দলীয় নেতা বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলল, - “সন্ত্রাসীদের অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দেশজুড়ে আগুন জ্বলছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না : আন্দোলন, আন্দোলন, আন্দোলন, - ‘একমাত্র আন্দোলনই হচ্ছে এর প্রতিকার’।

(আ) দুটি অতীতকালের ক্রিয়ার মধ্যে যখন একটি কাজ সম্পাদিত না হতেই অন্যটি সম্পাদিত হচ্ছিল বলে বোঝায়, তখন যে কাজ পূর্বে সম্পাদিত হচ্ছিল, তাতে ঘটমান বর্তমানকালের রূপ বসে; যেমন- আমি দেখলাম আমগাছ থেকে আম পড়ছে। ইংরেজরা যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন তা কে জানতো?

(ই) কোনো ক্রিয়া যদি বর্তমানকালের কিছু সময় আগেই ঘটবে বলে স্থির থাকে, তবে সে ক্রিয়ায় ঘটমান বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়; যেমন- আমি আগামীকাল খুলনা যাচ্ছি (= যাব অর্থে) এই বিকেলেই তারা চট্টগ্রাম যাচ্ছেন (যাবেন অর্থে)।

(ঈ) বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞার পরেও ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়; যেমন- মনে রেখো, সে ভাল কাজই করছে। ভেবো না, শোন, আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি।

### ৩। পুরাঘটিত বর্তমান কাল :

সামান্য আগে অথবা বহু আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, অথচ সে কাজের ফল এখনও বর্তমান, এমন ক্ষেত্রে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়, যেমন- গেল বারে আমি এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি কালই ঢাকা আসছি।

**পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :**

নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ কালের জন্য পুরাঘটিত বর্তমান কালের ব্যবহার বাগ্ধারা-সম্মত, যেমন- তুমি বল কি? তিন বছর কেটে গেল। সেও টাকা দিয়েছে (= দিবে অর্থে) আর আমিও পেয়েছি (পাব অর্থে)।

৪। বর্তমান অনুজ্ঞা : যে ক্রিয়ার দ্বারা আদেশ, প্রার্থনা, অনুরোধ, উপদেশ কিংবা আশীর্বাদ বোঝাতে বর্তমান অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. আদেশাত্মক অনুজ্ঞা — যাও, কাজে বাঁপিয়ে পড়।
২. প্রার্থনাজ্ঞাপক অনুজ্ঞা — প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হোক।
৩. অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা — অনুরোধ করি, আপনি একবার আসুন এ গরিবালয়ে।
৪. উপদেশাত্মক অনুজ্ঞা — ছাত্রগণ, লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হও।
৫. আশীর্বাদ জ্ঞাপক অনুজ্ঞা — দোয়া করি, তোমার জীবন সুন্দর হোক, শোভন হোক, তুমি সৎ ও উদার হও।

**খ. অতীতকাল**

১। সাধারণ অতীতকাল — বর্তমানকালের আগেই যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়, সেই সময়কে সাধারণ অতীতকাল বোঝায়। যেমন- সে সেদিন একাকী কাঁদলো।

**বিশিষ্ট ব্যবহার :**

(অ) একটু আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে- এমন ক্রিয়ার সময় জ্ঞাপনেও সাধারণ অতীতকালের ব্যবহার হয়। যেমন- সে এইমাত্র চলে গেল। শুনলাম, পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে।

(আ) অর্ধেক প্রকাশের উপায়রূপে বর্তমানকালে সাধারণ অতীতের রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন- তুমি বসে থাক, আমি চললাম। সে আসলে আসুক, আমি কিন্তু খেতে বসলাম।

২। নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীতকালে কোনো ক্রিয়া সর্বদা সম্পন্ন হতো, এমন ভাব বোঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়, যেমন- সে প্রতিদিন বাগানে বেড়াতো।

**বিশিষ্ট ব্যবহার :**

উগ্র বাসনা জ্ঞাপনেও নিত্যবৃত্ত অতীতকাল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়; যেমন- লিলি এখন আসলে, বেশ হতো। যদি মনোরমা ফিরে আসতো, তবে সুমনের জীবনটা মধুর হতো।

৩. ঘটমান অতীত : অতীতকালে কোনো কাজ চলছিল এবং তখনও কাজটি শেষ হয়ে যায়নি- এরকম ভাব বোঝাতে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- কৃষক মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাজ পড়লো। তখনও মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, অভিভাবকেরা বাড়িতে বকাবকি করছিলেন।

৪. পুরাঘটিত অতীত : অতীতকালে কোনো কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তার ফল বর্তমান নেই, এমন ক্ষেত্রে পুরাঘটিত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- দুই বছর আগে একবার তাকে সভায় দেখেছিলাম। বহুদিন আগে তার অসুখ করেছিলো।

বিশিষ্ট ব্যবহার : অতীতকালের কোনো ক্রিয়ার আগে আরও একটি ক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল - এমনভাব বোঝাতে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীতকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- সভায় আমি পৌছবার আগেই, তিনি এসেছিলেন। এখানে আসবার আগেই সে চিঠি দিয়েছিল।

### গ. ভবিষ্যৎ কাল

১। সাধারণ ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া ভাবীকালে সম্পন্ন হবে, তাতে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- অনার্স পরীক্ষার্থীরা জুন মাসে পরীক্ষা দেবে। কে কখন মরবে কেউ বলতে পারবে না।

বিশিষ্ট ব্যবহার :

কখনো কখনো অতীতকালের ক্রিয়ায় সাধারণ ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- ভাগ্য মন্দ না হলে, আমার সর্বস্ব লুট হবে (হলো) কেন? হঠাৎ ইরাকে যুদ্ধ বাধবে (বেধেছিল), কেউ তা জানতো না।

২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎকালে যে ক্রিয়া সম্পন্ন করা জন্য আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বুঝাতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। যেমন -

(অ) মৃদু আদেশে : সর্বদা সৎকাজ করো। তুমি কাল এসো।

(আ) পরোক্ষ আদেশে : সে আগামীকাল বাড়ি যাবে।

(ই) বিধান মানায় : অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাবে।

(ঈ) অনুরোধে : আপনি মে মাসে আসবেন।

৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ : যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে শুরু হয়ে ভবিষ্যতে চলতে থাকবে এরূপ বুঝালে, ঘটমান ভবিষ্যৎকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন - আগামীকাল আমি তিন ঘন্টা যাবৎ কাজ করব, ততক্ষণ যে যেতে থাকবে।

৪। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : যে কাজ ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়ে থাকবে এরূপ বুঝালে, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- এতক্ষণে সে পৌছে যাবে, এতদিনে সে এম. এ. পাস করবে ইত্যাদি।

၁၁၆

## পাঠ ৪

### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- \* সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
- \* অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও ব্যবহার লিখতে পারবেন।
- \* যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জানতে পারবেন।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয়, তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন-

আসলাম বাড়ি গেল। এই বাক্যে ‘গেল’ সমাপিকা ক্রিয়া।

গাছ থেকে আম পড়ল। এই বাক্যে ‘পড়ল’ সমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না, বক্তার আরো বলবার আকাঙ্ক্ষা তাকে- থাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন-  
অভিক নাস্তা খেয়ে স্কুলে রওয়ানা হল। এই বাক্যে ‘খেয়ে’ অসমাপিকা ক্রিয়া।

### অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি হলো- ইয়া, ইলে, ইতে, ইবার। এই সকল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সাহায্যে এক একটি বাক্যাংশের সমাপ্তি হয়। যেমন- আমি খাওয়া দাওয়া সারিয়া শহরে যাইব।

চলিত ভাষায় ইয়া স্থলে ‘এ’ ব্যবহৃত হয়। যেমন ক’রে, খে’য়ে, শু’য়ে, দে’খে, শু’নে ইত্যাদি।

ক) ‘ইয়া’ প্রত্যয় ক্রিয়ার পূর্বকাল বোঝায়। যেমন- ভাত খাইয়া সে স্কুলে গেল- এই বাক্যে খাওয়া কাজটি পূর্বে হয়েছে।

চলিত ভাষায় – ভাত খেয়ে সে স্কুলে গেল।

ইয়া, প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া পদ এবং সমাপিকা ক্রিয়া পদের একটি কর্তা অর্থাৎ ক্রিয়া দুইটি এক কর্তা।

রুমী গান গেয়ে ঘরে ঢুকলো। এই বাক্যে ‘গেয়ে’ এবং ‘ঢুকলো’ ক্রিয়ার কর্তা রুমী।

‘ইয়া’ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া কখনো কখনো সমকাল সূচিত করে। যেমন- সে হেসে কথা বলে (বলা ও হাসা যুগপৎ)। সুমন গান গাইতে গাইতে পথ চলে। (চলা ও গান গাওয়া একসঙ্গে চলছে)।

খ) ‘ইলে’ প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া (করিলে, চলিলে, বসিলে, চলিত ভাষায় করলে, চললে, বসলে ইত্যাদি) পূর্বকাল সূচিত করে। যেমন-

তুমি বসিলে আমি বসিব (সাধুরূপ)।

তুমি বসলে আমি বসব (চলিতরূপ)।

এই দুই ক্রিয়ার কর্তা এক নয়-

১. যদি, যখন, তখন এই সাপেক্ষ অব্যয়ের ভাব এই ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয়। যেমন- বেল পাকলে কাকের কি? (যদি বেল পাকে তবে)? সূর্য উঠলে ইলা পড়তে বসে (যখন সূর্য উঠে তখন) এই বাক্যটিতে পড়তে বসারকাল ‘উঠলে’ ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয়েছে। সংস্কৃতে একে ভাবী সপ্তমী বলে। বাংলায় এ জাতীয় ক্রিয়াকে ভাবাত্মক ক্রিয়া বলা যেতে পারে।

গ) 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারাও 'ইলে' এবং 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার মতো পূর্ববর্তী কার্য সূচিত হয়; যেমন-  
সে শিস্ দিতেই কুকুরটি এলো।

(অ) ইতে - প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একও থাকতে পারে আবার পৃথকও হতে পারে।  
যেমন- আমি গান শুনতে আসিয়াছি (এক-কর্তৃক) (সাধুরূপ)

আমি গান শুনতে এসেছি (ঐ) চলিত রূপ।

যুদ্ধ করিতে অস্ত্র দাও (ভিন্ন কর্তৃক) সাধুরূপ।

যুদ্ধ করতে অস্ত্র দাও (ঐ) চলিত রূপ।

(আ) 'ইতে' প্রত্যয় বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ গঠন করে। যেমন-

কাহাকেও পথে আসিতে দেখিয়াছ কি? (সাধুজন)

কাউকে পথে আসতে দেখেছো কি? (চলিত রূপ)

(ই) 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার-

(১) নিমিত্তার্থে প্রয়োগ - আমি ভাত খাইতে (খাওয়ার জন্য) আসিয়াছি। (সাধু রূপ)

আমি ভাত খেতে এসেছি (চলিত রূপ)

তাড়াতাড়ি খাইতে বস (সাধুরূপ) তাড়াতাড়ি খেতে বস (চলিত রূপ)

(২) ইংরেজি Idfinite mood-এর মতো মূল ক্রিয়ার কর্মরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন-

ছেলেটি হাসিতে লাগিল। সে আমাকে কাজ করিতে বলিল (সাধু)।

ছেলেটি হাসতে লাগল। সে আমাকে কাজ করতে বলল (চলিত)।

(৩) দুই ক্রিয়ার সমকাল বর্তিতার অর্থে 'ইতে' প্রত্যয়ের দ্বিগুণিত ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন- সে কাঁদিতে কাঁদিতে  
বলিল। (সাধু)।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল (চলিত রূপ)

যাইতে যাইতে পথে এ দৃশ্য দেখিলাম (সাধুরূপ)

যেতে যেতে পথে এ দৃশ্য দেখলাম (চলিত রূপ)

এখানে কাঁদা ও দেখা ক্রিয়ার কাল 'বলা' ও 'খাওয়া' ক্রিয়ার একই সঙ্গে চলেছে।

(ঈ) ইকার প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ; অর্থাৎ ক্রিয়া পদ ও বিশেষ্য পদের ভাব একসঙ্গে বর্তমান থাকে। এইগুলো অনেকটা ইংরেজি (Geround) পর্যায়ভুক্ত। কাজেই, এগুলো কর্তৃকারক। বিশেষণ পদ, ও সমন্ধপদ রূপে এবং অনুসর্গসহ বাক্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- অনেক কিছু বলিবার আছে। এই বাক্যে আছে ক্রিয়ার কর্তা, বলিবার পদ, আবার বলিবার ক্রিয়ার কর্ম হল কিছু পদ।

১. পড়িবার জন্য বই চাই (অনুসর্গ জন্য যোগে)।

২. কাল তাহার আসিবার কথা (সমন্ধপদ)।

৩. কাহাকেও ঠকাইবার কথা বলিও না (কথার বিশেষণ রূপে)।

## যৌগিক ক্রিয়া

দুটি ক্রিয়া পদ একসঙ্গে মিলে বা যুক্ত হয়ে যদি সম্মিলিতভাবে একটা ভাব প্রকাশ করে তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।

যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তার একটিকে সহায়ক ক্রিয়া (Auxiliary) এবং অপরটিকে মুখ্যক্রিয়া (Principal verb) বলা যায়।

সাধারণত সহায়ক ক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়ার অর্থকে নানাভাবে বিস্তৃত করে এর অর্থ সম্প্রসারণে সাহায্য করে। যেমন-

এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

আমাকে দেখিয়া সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তিনি চমৎকার বলিতে পারবেন।

উদ্ধৃত বাক্য তিনটিতে দেখা যায়, কাঁদিয়া ফেলা এবং বলিতে পারা যৌগিক ক্রিয়া এবং যাওয়া, ফেলা ও পারা সহায়ক ক্রিয়া আর দেখা, কাঁদিয়া ‘বলিতে’ মুখ্য ক্রিয়া। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমটি মুখ্যক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি সহায়ক ক্রিয়া।

কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়া বা ধাতু সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সব ধাতুর ক্ষেত্রে এই নিয়ম সিদ্ধ নয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রধান সহায়ক ক্রিয়া নিম্নরূপ—

আসা, উঠা, যাওয়া, ফেলা, পারা, দেওয়া, তুলা, পড়া, থাকা, লাগা, লওয়া, সহা ইত্যাদি। এই সহায়ক ক্রিয়াগুলো ইয়া, ইতে প্রত্যয়ান্ত মুখ্য ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন-

আসা

১. আসন্ন সম্ভাবনায় — ফুলগুলি ফুটিয়া আসিয়াছে।
২. ক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে — তাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন।
৩. অনুজ্ঞায় — তুমি চলিয়া আস।
৪. ভবিষ্যতে — বৃদ্ধ বয়সে শক্তি কমিয়া আসিবে।

যাওয়া

১. ‘আ’ প্রত্যয়ান্ত মুখ্য ক্রিয়ার সঙ্গে ‘যাওয়া’ ছাড়া অন্য কোন সহায়ক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না। যেমন-  
এই রূপ অনেক কথাই শুনা যায়। সমস্ত কথা খুলিয়া বলা যাইতেছে না।
২. ক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে — ধান পাকিলে গাছ মরে যায়।  
সে বহুদিন আগে চলে গেছে।
৩. ক্রিয়ার অবিরামতা বোঝাতে — শুনছি, তুমি বলে যাও।  
ছেলেটি অনর্গল পড়ে যাচ্ছে।

সহায়ক ক্রিয়ার উদাহরণ

১. সমস্ত কথা বলে কেন। পুলিশ আসামিকে ছেড়ে দিল।  
সে আমাকে পাগল করে তুলেছে। সে কথা শুনে চুপ করে রইল। তিনি তো মরেই আছেন।

### ঘ. গৌণ ক্রিয়া



## পাঠ ৫

### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
২. সাধু ভাষায় ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার জানতে পারবেন।
৩. চলিত ভাষায় ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### বিভক্তি

বিভক্তি শব্দের অর্থ ‘ভাগ’ বা অংশ। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত বাক্যে ক্রিয়া আছে, সেগুলোতে কারক ও বিভক্তি দুই-ই আছে, আর যে সমস্ত বাক্যে ক্রিয়া নেই সেগুলোতে কারক নেই, কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দ আছে। অর্থাৎ

বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত চিহ্ন বা চিহ্ন স্থানীয় শব্দ বাক্যের বিভাগ নির্দেশ করে তাদের নাম বিভক্তি।

তবে, বিভক্তি এবং বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে পরস্পর আলাদা করবার জন্যে এই এক জিনিসের দুটি নাম দেয়া হয়। তাই, শুধু চিহ্নগুলোকে বিভক্তি এবং তৎস্থানীয় শব্দগুলোকে কর্ম প্রবর্তনীয় বা অনুসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা বেশি নয়। মাত্র ছয়টি। (১) শূন্য বিভক্তি (২) ‘এ’ বিভক্তি (৩) ‘তে’ বিভক্তি (৪) ‘কে’ বিভক্তি (৫) ‘র’ বিভক্তি এবং (৬) কার বিভক্তি। এগুলোর মধ্যে কেবল ‘র’ এবং ‘কার’ বিভক্তি ছাড়া আর চারটি প্রায় সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়। ‘র’ এবং ‘কার’ সম্বন্ধপদ নির্দেশক বিভক্তি।

এই বিভক্তিগুলো এক বচনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের জন্যে বাংলায় কোন বিভক্তি নেই।

### ক্রিয়া বিভক্তি

বাংলা ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়া পদের কাল ও পুরুষ নির্দেশ করে। লিঙ্গ ও বচনভেদে বাংলা ক্রিয়া পদের কোনো রূপভেদ হয় না।

ধাতুর পরে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করলে ক্রিয়া পদ রচিত হয়, সেই সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে।

বাংলা ভাষায় কারক অপেক্ষা বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দের প্রাধান্য বেশি। কেননা, বাংলা ভাষায় কারক না হলেও বাক্য রচনা সম্ভব, কিন্তু বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দের অভাবে এই ভাষায় কোনো বাক্য রচিত হতে পারে না। কাজেই, বাংলা ক্রিয়া বিভক্তির দুটি রূপই বিদ্যমান।

১. সাধু ভাষার রূপ
২. চলিত ভাষার রূপ

রাজ শেখর বসুর অনুসরণে নিম্নে তা দেখানো হলো :

ক্রিয়ার কাল				ক্রিয়া বিভক্তি = তিৎ			
			ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রধান কাল	প্রধান কালের বিভাগ	কাল জ্ঞাপক সংখ্যা	নাম পুরুষ সামান্য	নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ গুরু	মধ্যম পুরুষ সামান্য	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	উত্তম পুরুষ

(১) বর্তমান	নিত্যবৃত্ত	১	-এ	-এন	-অ	-ইস	-ই
	ঘটমান	২	-ইতেছে	-ইতেছেন	-ইতেছ	-ইতেছি	-ইতেছি
	পুরাঘটিত	৩	-ইয়াছে	-ইয়াছেন	-ইয়াছ	-ইয়াহিস	-ইয়াছি
	অনুজ্ঞা	৪	-উক	-উন	-অ	×	*
(২) অতীত	সাধারণ	৫	-ই	-ইলেন	-ইলে	-ইলি	-ইলাম
	নিত্যবৃত্ত	৬	-ইত	-ইতেন	-ইতে	-ইতিস্	-ইতাম
	ঘটমান	৭	-ইতেছিল	-ইতেছিলেন	-ইতেছিলে	-ইতেছিলি	-ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	৮	-ইয়াছিল	-ইয়াছিলেন	-ইয়াছিলেন	-ইয়াছিলি	-ইয়াছিলাম
(৩) ভবিষ্যৎ	সাধারণ	৯	-ইবে	-ইবেন	-ইবে	-ইবি	-ইব
	অনুজ্ঞা	১০	-ইবে	-ইবেন	-ইও	-ইস	*
	কৃৎ	১১	-ইতে	-ইয়া	-ইলে	-ইবার	-আ

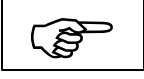
× কোন বিভক্তি যোগ হয় না

\* কোন রূপ নেই

ক্রিয়ার কাল			ক্রিয়া বিভক্তি = তিৎ				
			ক	খ	গ	ঘ	ঙ
প্রধান কাল	প্রধান কালের বিভাগ	কাল জ্ঞাপক সংখ্যা	নাম পুরুষ সামান্য	নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ গুরু	মধ্যম পুরুষ সামান্য	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	উত্তম পুরুষ
(১) বর্তমান	নিত্যবৃত্ত	১	-এ	-এন	-অ	-ইস	-ই
	ঘটমান	২	-ছে	-ছেন	-ছ	-হিস্	-ছি
	পুরাঘটিত	৩	-এছে	-এছেন	-এছ	-এহিস	-এছি
	অনুজ্ঞা	৪	-উক	-উন	-অ	×	*
(২) অতীত	সাধারণ	৫	-লে, -ল	-লেন	-লে	-লি	-লাম
	নিত্যবৃত্ত	৬	-ত	-তেন	-তে	-তিস্	-তাম
	ঘটমান	৭	-ছিল	-ছিলেন	-ছিলে	ছিলি	-ছিলাম
	পুরাঘটিত	৮	-এছিল	-এছিলেন	-এছিলেন	-এছিলি	-এছিলাম
(৩) ভবিষ্যৎ	সাধারণ	৯	-বে	-বেন	-বে	-বি	-ব (বো)
	অনুজ্ঞা	১০	-বে	-বেন	-ও	-ইস	*
	কৃৎ	১১	-তে	-এ,	-লে	-বার	-আ

× কোন বিভক্তি যোগ হয় না

\* কোন রূপ নেই



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

### ক. নৈবিদিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বিভক্তি শব্দের অর্থ-

ক. বিভাগ

খ. ভাগ

গ. ভাঙা

ঘ. গড়া

২. বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা-

ক. আটটি

খ. ছয়টি

গ. দশটি

ঘ. চারটি

৩. বিভক্তি নির্দেশ করে-

ক. বাক্যের সংযোজন

খ. বাক্যের অন্বয়

গ. বাক্যের বিভাগ

ঘ. বাক্যের বিয়োজন

৪. যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ রচিত করে তাদের বলা হয়-

ক. বিভক্তি

খ. ক্রিয়া বিভক্তি

গ. অনুসর্গ

ঘ. কর্ম প্রবচনীয়

৫. 'র' এবং 'কার' বিভক্তি নির্দেশ করে-

ক. সম্বন্ধপদ

খ. করণ কারক

গ. চতুর্থী বিভক্তি

ঘ. সম্প্রদান কারক

৬. ক্রিয়া বিভক্তির কয়টি রূপ বিদ্যমান-

ক. তিনটি

খ. দুইটি

গ. চারটি

ঘ. একটি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

### উত্তর

১. খ                      ২. খ                      ৩. খ                      ৪. ক                      ৫. ক                      ৬. খ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### খ. রচনামূলক প্রশ্ন

- ক্রিয়াবিভক্তি কাকে বলে লিখুন।
- সাধু ভাষায় অতীতকালের ক্রিয়া বিভক্তির রূপ আলোচনা করুন।
- সাধু ও চলিত ভাষায় ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া বিভক্তির রূপ লিখুন।
- ক্রিয়া বিভক্তি প্রয়োগে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিরূপণ করুন।
- বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা কত এবং কি কি?
- বিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠটি পড়ে নিজে নিজে লিখুন।

## পাঠ ৬

### উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. অনুসর্গ কি তার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
২. কারক ও বিভক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয়

বাংলায় বিভক্তি-স্থানীয় শব্দকে অনুসর্গ বলা হয়। অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। সংস্কৃতে এ জাতীয় শব্দকে কর্ম প্রবচনীয় বলে। অর্থাৎ সংস্কৃতে যা কর্মপ্রবচনীয় বলে পরিচিত বাংলায় তাকেই অনুসর্গ বলা হয়। এক কথায় বলা যায়-

বাংলায় বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে অনুসর্গ বলা হয়।

বাংলায় দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, (যেমন- ছুরি দিয়া হাত কাটা, কাঠির দ্বারা মারা, গাছ হইতে পড়া) প্রভৃতিকে বিভক্তি বলে ধরা হলেও এগুলো বিভক্তি নয়- অনুসর্গ। কিছু অনুসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

বিনা- টাকা বিনা সংসার অচল। তাকে ভিন্ন আমার চলে না।

সহ, সহিত, সঙ্গে – চোর মাল’সহ ধরা পড়েছে, তোমার ‘সহিত’ দেখা হইয়া ভালই হইল। আমার ‘সঙ্গে এস।

ধিক্ (নিন্দা অর্থে)-ধিক্ তোমার দুঃসাহসে।

উপর – তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।

অবধি – সিঙ্গাইর থেকে মানিকগঞ্জ অবধি কোন রাস্তা নেই।

হেতু – কী হেতু এতো অবিশ্বাস তোমার।

পক্ষে – বাদী পক্ষে কোন সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না।

অপেক্ষা – ফুল অপেক্ষা ফলের কদর বেশি।

মতো – এখনকার মতো আসি।

### বাংলা অনুসর্গ

মাঝে – দুই বাড়ির মাঝে দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে।

কাছে – ভুলের জন্যে মায়ের কাছে ক্ষমা চাও।

তরে – মুহূর্তের তরে বিশ্বাস নেই তার।

চেয়ে – এর চেয়ে দিনমজুরও ভালো।

ছাড়া – তাকে ছাড়া চলে না আমার।

সাথে – কারও সাথে বিবাদ নেই আমার।

### কারকে বিভক্তির ব্যবহার

সংস্কৃত বা আরবি ভাষার মতো বাংলার কোনো কারকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিভক্তির ব্যবহার নেই। বাংলায় সকল কারকেই প্রায় সকল বিভক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। কাজেই, বাংলায় কারক চিনবার কোনো সহজ উপায় নেই। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে নাম পদগুলোর যে সম্বন্ধ, তা স্থির করতে না পারলে কারক চিনতে পারা যায় না। সুতরাং বাংলা বাক্যে কারক আবিষ্কারের জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ স্থির করে নিতে হয়। এটাই বাংলা বাক্যে কারক চিহ্নিত করার একমাত্র উপায়। নিম্নে বিভিন্ন কারকে বিভক্তির ব্যবহার দেখানো হলো :

#### ক. কর্তৃকারক

সংজ্ঞা : বাক্য মধ্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকেই কর্তৃপদ বা কর্তা বলে। মনির হাসছে — এই বাক্যে মনির কর্তা। কর্তৃপদগুলো লক্ষণীয়- লোকে কিনা বলে? আবুল ভয়ে অধীর হলো। জল পড়ে পাতা নড়ে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। খোদা আছেন। পাগলে কিনা বলে?

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার : কর্তায় শূন্য বিভক্তির উদাহরণই বেশি। যেমন- জল পড়ে পাতা নড়ে। মেলা বসেছে। এ (য়ে) বা তে বিভক্তি : লোকে কি বলবে? চোরে চুরি করে। গরুতে ঘাস খায়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কে ও র বিভক্তি হয়। যেমন- তোমাকে যেতে হবে অথবা তোমার যেতে হবে।

কর্মবাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি নির্দেশক ‘কর্তৃক’ এই পরপদ অথবা ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দেশক ‘র’ দের বা দিগের বিভক্তি বা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন- মুনি কর্তৃক শ্লোকটি পঠিত হলো (কর্মবাচ্য), আমার অথবা আমাদের যেতে হবে (ভাববাচ্য)।

কর্তৃপদের শূন্য বিভক্তি অথবা ‘এ’ ‘যে’, ও ‘তে’ ‘রা’ বিভক্তিকে প্রথমা বিভক্তি বলা হয়। ‘যে’ বিভক্তি ‘এ’ বিভক্তিরই অন্যরূপ, এটি কোনো আলাদা বিভক্তি নয়।

#### খ. কর্ম-কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার বিষয়কে কর্ম বলে। যা করা যায়, দেখা যায়, শোনা যায়, বলা যায় ইত্যাদি তাই কর্ম। সাধারণত কর্মপদে শূন্য কে, ‘র’ দিগকে প্রভৃতি বিভক্তি বসে। যেমন- তুমি বই পড়। গরুতে ঘাস খায়। সকলের কথা বিশ্বাস করো না।

কর্ম-কারকে বিভক্তির ব্যবহার : কর্তৃ ও কর্মকারকে ‘র’ ও ‘এর’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন- রোগীর সেবা, দেহের যত্ন ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যের কর্মে শূন্য বিভক্তি বসে, যেমন- বালক কর্তৃক চোরধৃত হলো। কর্মবাচ্যের কর্মের শূন্য বিভক্তিকে বলা হয় প্রথমা বিভক্তি। আর কর্তৃবাচ্যের কর্মের কে, রে, এ বিভক্তিকে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলা হয়।

#### গ. করণ কারক

সংজ্ঞা : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণ কারক বলে। যেমন- রহিম হাত দিয়ে ফল পাড়ছে। এই বাক্যে ‘হাত দিয়ে’ করণ কারক। অনুরূপ — কলম দিয়ে লেখ। জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরে ইত্যাদি বাক্যে ‘দ্বারা’ ‘দিয়ে’ যুক্ত পদগুলো করণ কারক। দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতিকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা হয়।

করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার : করণ কারকে কখনো কখনো এ, য় তে প্রভৃতি বিভক্তিও বসে; যথা- সে কানে শোনে না। ভক্তের স্তবে ভগবান তুষ্ট হন। মির্জা মিয়া যাতিতে হাত কেটে ফেলেছে।

ক্রীড়া ও প্রহারার্থক ক্রিয়া যোগে করণ কারকে শূন্য বিভক্তি বসে। যেমন- বালকেরা ভাল খেলছে। গুভারা লাঠি মেরে পথিককে মেরে ফেলল।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যযোগে করণে ‘র’, ‘এ’ ‘এর’ বিভক্তি বসে। যেমন- লাঠির গুতো ছোরার ঘা। হাতের (হাত+এর) তৈরি জিনিস।

### ঘ. সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা : যার উদ্দেশ্যে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দান করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- দারিদ্র্যকে বস্ত্র দান কর— এই বাক্যে দরিদ্রকে সম্প্রদান কারক। অনুরূপ— ভিক্ষুককে ann দিবে। এতিমকে দয়া কর। অনেকে সম্প্রদানকে ভিন্ন কারক বলে স্বীকার না করে গৌণ কর্ম বলে নির্দেশ করে থাকেন।

সম্প্রদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার : সম্প্রদান কারকে ‘কে’, ‘রে’ ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- জীবকে আহাৰ দিবে। “তোমারে দিব না টাকা।” গৃহীনে গৃহ দাও। সম্প্রদান কারকের বিভক্তিগুলোকে চতুর্থী বিভক্তি বলা হয়ে থাকে।

নিমিত্তার্থেও এই বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন- বেলা যে পড়ে এল জলকে চল। তিনি হজ্জে যাবেন। কিন্তু চতুর্থী বিভক্তির পদ হলেও এটি সম্প্রদান কারক নয়।

### ঙ. অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে বিশেষ বা উচ্ছেদ হওয়া বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। চলন, পতন, ভয়, ত্রাণ, উৎপত্তি উত্থান, লজ্জা, পরাজয় প্রভৃতি বোঝায়। বালক ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে। বিপদ হইতে ত্রাণ কর। হিমালয় হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার : ‘হইতে’ এই পরপদ এবং ‘এ’ ‘তে’ এবং শূন্য বিভক্তি অপাদান কারকে ব্যবহৃত হয়। অপাদান কারকের বিভক্তিকে পঞ্চমী বিভক্তি বলা হয়।

‘এ’ বিভক্তির উদাহরণ : লোকমুখে শুনলাম, “আমি কি ডরাই কতু ভিখারী বাঘবে।”

‘তে’ বিভক্তির উদাহরণ — ঝরনাতে জল আনতে যাও, নদীতে মাছ ধরা সহজ নয়।

শূন্য বিভক্তির উদাহরণ — এতক্ষণে চাটগাঁ মেইল ঢাকা ছেড়েছে। “সমস্ত দুপুরে দোকান পালিয়ে কোথা ছিলি, কেই?”

### চ. অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যাতে কোনও কিছুর অবস্থিতি বোঝায়, তারই নাম আধার। যেমন- “জলে মাছ আছে” এই উদাহরণে জলে অধিকরণ কারক। অধিকরণ কারকে যখন ‘এ’, ‘তে’ এবং ‘য়’ বিভক্তি বসে, তখন তাদেরকে সপ্তমী বিভক্তি বলা হয়।

অধিকরণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার : অধিকরণের একবচনের ‘এ’ ‘য়’ ‘তে’ বিভক্তি এবং বহুবচনে ‘দিগে’, ‘দিগেতে’ বিভক্তি বসে। এরা যখন যে যে কারকে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই সেই কারকের বিভক্তিরূপে পরিগণিত হয়।

এ বিভক্তি প্রায় সব কারকেই ব্যবহৃত হয়। ‘য়’ বিভক্তি ‘এ’ বিভক্তিরই উচ্চারণের রূপান্তর মাত্র। যেমন- জল+এ=জলে, গঙ্গা+য় = গঙ্গায়, নদী+তে = নদীতে

লক্ষণীয় যে, আ-কারান্ত ও ঈ কারান্ত শব্দে ‘এ’ বিভক্তির স্থানে ‘য়’ ও ‘তে’ বিভক্তি বসেছে। অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তিরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-

শনিবার ঢাকা যেতে হবে।

আজ বাবা বাড়ি নেই। ইত্যাদি।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### ক. নৈবিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় বিভক্তি স্থানীয় শব্দকে বলে-

ক. উপসর্গ

খ. অনুসর্গ

গ. ক্রিয়া বিভক্তি

ঘ. কর্ম প্রবচনীয়

২। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

ক. করণ কারকে এ বিভক্তি

খ. কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি

গ. অনুসর্গ

ঘ. উপসর্গ

৩। জল পড়ে পাতা নড়ে

ক. কর্তায় শূন্য বিভক্তি

খ. কর্মে শূন্য বিভক্তি

গ. কর্তায় ৭মী বিভক্তি

ঘ. করণে শূন্য বিভক্তি

৪। ক্রিয়ার বিষয়কে বলে-

ক. উপাদান

খ. কর্ম

গ. করণ

ঘ. অধিকরণ

৫। ভিক্ষুককে অনু দাও

ক. সম্প্রদানে দ্বিতীয়া

খ. করণে সপ্তমী

গ. সম্প্রদানে চতুর্থী

ঘ. অপাদানে সপ্তমী

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

### উত্তর

১. খ

২.

৩. ক

৪. খ

৫. গ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অনুসর্গের সংজ্ঞা দিন।

২. বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির ব্যবহার দেখিয়ে ৫টি বাক্য লিখুন।

৩. সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন।

৪. কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার কারকের ১টি করে উদাহরণ দিন।

৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন। 'এ' ও শূন্য বিভক্তির ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা করুন।

৬। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন-

পাগলে কিনা বলে।

দরিদ্রকে বস্ত্র দান কর।

গৃহহীনে গৃহ দাও।

হিমালয় হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে।

নদীতে মাছ ধরা সহজ নয় ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠটি পড়ে নিজে নিজে লিখুন ।